পলিসি ব্রিফ
৯৫/ ২০২০
সেপ্টেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর: পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা এবং চর্চায় সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী, প্রায় দশ বছর পরেও তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সের সুপারিশ এবং উচ্চ আদালতের আদেশ কেন কার্যকর হচ্ছে না তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে টিআইবি 'নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর: পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা ২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হয়। এই পলিসি ব্রিফ উপরোক্ত গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। উল্লেখ্য, গবেষণার প্রতিবেদন ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সুশাসনের ঘাটতি ছিল, যার কারণে পুরনো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন না করার পাশাপাশি আদালত অবমাননাও করেছে। পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ। কতিপয় প্রভাবশালীর অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দ্রুত অগ্নি নির্বাপণের জন্য পুরনো ঢাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয় নি। এছাড়া অগ্নি-দুর্ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বাজেট ও পরিকল্পনাও নেই। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয় নি, এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রবণতাও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান যার ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে।

সার্বিকভাবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় অগ্নি-প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ ও এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিচে সুশাসনের ক্ষেত্রভিত্তিক কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হল।

সুপারিশ

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
সক্ষমতা ১. যেকোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ক্ষতিপূরণ নীতিমালায় মৃত্যুবরণ, প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু, বিভিন্ন মাত্রার অঙ্গহানি বা আহত হওয়া, দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা, মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, আয় হারানো বা পরিবারের আয় সংকুচিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হবে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুসৃত মানদণ্ডের সাথে স্থানীয় প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ জাতীয় দুর্ঘটনা ও তা প্রতিরোধে ব্যর্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ও তার প্রিয়জন তথা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক মামলা করার সুযোগও এই নীতিমালায় রাখতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

[১] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/6127-nimtoli-churihatta-and-afterwards-governance-challenges-in-ensuring-fire-safety-in-old-dhaka-and-way-out

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
২. নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩. আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহি নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আইনে নিশ্চিত করতে হবে।	রাজউক, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৪. ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ কারখানা চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে হবে, অথবা অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে স্বল্পমেয়াদি অবকাশ দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানান্তরে রাজি না হলে এসব কারখানার সব ইউটিলিটি সংযোগ বন্ধ করাসহ কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
সমন্বয়	
৫. পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ইউনিট তৈরি করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৬. সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে জাতীয়ভাবে একটি 'রাসায়নিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করতে হবে। এই কমিটি স্থানীয় আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত বিষয়কে বিবেচনা করে রাসায়নিকের ঝুঁকি চিহ্নিত করবে এবং তার মাত্রা নিরূপণ করবে। এছাড়া রাসায়নিকের ঝুঁকি প্রতিরোধ, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি গ্রহণ, সাড়া প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের দায়িত্ব ও কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৭. রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ে নির্দেশিকা তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এই নীতিমালায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার মধ্যে উচ্চ মাত্রার দাহ্য পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ, ক্ষয়কারক পদার্থ, বিপদজনক পদার্থ শনাক্তকরণ, রাসায়নিক ও রাসায়নিকযুক্ত দ্রব্যের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স বা সংরক্ষণ লাইসেন্স প্রদানের শর্ত, রাসায়নিক দ্রব্য গুদামজাত করার শর্ত, আন্তঃকর্তৃপক্ষ সমন্বয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।	
৮. আবাসিক এলাকায় দাহ্য রাসায়নিকের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে তার কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সকল বৈধ ও অবৈধ রাসায়নিকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারিভাবে নির্মাণাধীন অস্থায়ী গুদাম প্রকল্প ও স্থায়ী রাসায়নিক পল্লী প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল রাসায়নিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এখানে বাধ্যতামূলক স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন
৯. রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক ও স্বচ্ছ করতে হবে। লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার পাশাপাশি দ্রুততা নিশ্চিত করে অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
অংশগ্রহণ	
১০. এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
জবাবদিহিতা	
১১. তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার জন্য দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
১২. পুরনো ঢাকার অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে হবে। ভবনগুলোতে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বাজেটে অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিতকরণের জন্য জরিপ কাজ সম্পাদন করবে। যে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণে এই ভবনগুলো অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে, তাদের ব্যবস্থাপনায় এই ভবনগুলোর ঝুঁকি দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট ভবন মালিক
১৩. পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে।	ঢাকা ওয়াসা

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh